দেখিয়া চৈতন্য ভুবনে ধন্য ধন্য
উঠয়ে জয় জয় নাদ
কোই নাচত আনন্দ গায়ত
কলি হৈলা হরিষে বিষাদ।।৩।। ২১০
চারিবেদ শির মুকুট চৈতন্য
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নিতাই ঠাকুর
বৃন্দাবনদাস (তছু পদে) গানে।।৪।।২১১

পাঠমঞ্জরী (একপদী)

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশদিক উঠিল আনন্দ।। ধু।। ২১২
রূপে কোটি মদন জিনিঞা।
হাসে নিজ কীর্তন শুনিঞা।।১।। ২১৩
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি।।২।২১৪
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগমন লোভে।। ৩।। ২১৫
দূরে গেল সকল আপদ্।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ্।। ৪।।২১৬
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ গান।। ৫।। ২১৭

নটমঙ্গল

চৈতন্য অবতার শুনিঞা দেবগণ রে
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপ হব দেখি শ্রীমুখচন্দ্র
আনন্দে হইল বিহ্বল রে।। ধু।। ২১৮
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেব
সভেই নবরূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহো নাহি পারি রে।। ১।। ২১৯
দশদিগে ধায় লোক নদীয়ায়
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেবে মেলি এক ঠাঞি কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ পুরি রে।। ২।। ২২০
শচীর অঙ্গানে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।। ২২১
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহো নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে।। ৩।। ২২২
কেহো পঢ়ে স্তুতি কাহারো হাতে ছাতি
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহো পুষ্প বরিষে
কেহো নাচে গায় বায় রে।।৪।।২২৩
সকল শক্তি অঙ্গে আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ড কিছুই না জানী রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবনদাস (রস) গান রে।। ৫।। ২২৪

মঙ্গল (পঞ্চম রাগ)

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মঙ্গল জয়ধ্বনি
গায় মধুর বিশাল রে।
বেদের অগোচর আজু ভেটব
বিলম্বে নাহিক কাজ রে।। ধু।। ২২৫
আনন্দে ইন্দ্রপুর মঙ্গল কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজে রে।
বহুত পুণ্যভাগ্যে চৈতন্য পরকাশ
পাওল নবদ্বীপমাঝে রে।। ১।। ২২৬
অন্যোন্যে আলিঙ্গান চুম্বন ঘনে ঘন
লাজ কেহো নাহি মান রে।

নদীয়া পুরন্দর জনম উল্লাসে
আপন পর নাহি জান রে।। ২।। ২২৭

(গৌরাঙ্গসুন্দর)

ঐছন কৌতুকে আইলা নবদ্বীপে
চৌদিকে শুনি হরি নাম রে।
পাইয়া গোরা রস বিহ্বোল পরবশ
চৈতন্য জয় জয় গান রে।। ৩।। ২২৮
দেখিল শচী গৃহ গৌরাঙ্গসুন্দর
একত্র যৈছে কোটি চান্দ রে।
মানুষরূপ ধরি গ্রহণ ছল করি।
বোলায় উচ্চ হরি নাম রে।।৪।। ২২৯
সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ প্রভু জান
বৃন্দাবনদাস রস গান রে।। ২৩০

(একপদী)

(প্রেমধন রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার।।) ২৩১

হেনমতে প্রভুর হৈল অবতার।
আগে হরিসংকীর্তন করিয়া প্রচার।। ২৩২
চতুর্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া।।২৩৩
যার মুখে জন্মেও না বোলে হরিনাম।
সেই হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান।। ২৩৪
দশদিগে পূর্ণ হই ওঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি।। ২৩৫
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুই জন হইলেন আনন্দ স্বরূপ।। ২৩৬
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফূরে।
আথেব্যাথে নারীগণ জয়কার করে।। ২৩৭
ধাইয়া আইলা সভে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন।। ২৩৮
শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর।। ২৩৯
মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইলা বিস্ময়ে।। ২৪০
বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে।
বিপ্র বোলে সেই বা জানিব তা পাছে।। ২৪১
মহা জ্যোতিবিৎ বিপ্র সভার অগ্রেতে।
লগ্ন অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে।। ২৪২
লগ্নে যত দেখি এই বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা।। ২৪৩
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান।। ২৪৪
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম করয়ে কথন।। ২৪৫
বিপ্র বোলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহ হইতে সর্বধর্ম হইবে স্থাপন।। ২৪৬
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব প্রচার।
এ শিশু করিবে সর্ব জগত উদ্ধার।। ২৪৭
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্বজন।। ২৪৮
সর্বভূত দয়ালু নির্বেদ দরশনে।
সর্ব জগতের প্রীতি হইবে ইহানে।। ২৪৯
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ।। ২৫০
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম। ২৫১
ভাগবত ধর্মময় ইহান শরীর।
দেব দ্বিজ গরু পিতৃ মাতৃভক্ত ধীর।। ২৫২

বিষ্ণু যেন অবতারী লওয়ায়েন ধর্ম।
সেইমত এ শিশু করিব সর্ব কর্ম।। ২৫৩
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে আখ্যান।। ২৫৪
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান্।।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম।। ২৫৫
হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান্
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান।।২৫৬
ইহানে বলিব লোকে নবদ্বীপচন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ। ২৫৭
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস।। ২৫৮
শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বোল বিপ্রে দিতে চাহ দান।। ২৫৯
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্র কান্দে।। ২৬০
সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বলে হরি হরি।। ২৬১
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সভে করেন মঙ্গাল।। ২৬২
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গা সানাঞি বংশী বাজয়ে অপার।। ২৬৩
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্রে হইল ভালমতে।। ২৬৪
দেবমাতা সব্য হাতে ধান্য দুর্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু শিরে চিরায়ুঃ
চিরকাল পৃথিবীতে করল প্রকাশ।
অতএব চিরায়ুঃ বলিয়া হৈল হাস।। ২৬৬
অপূর্ব সুন্দরী সব শচীদেবী দেখে।
বার্তা জিজ্ঞাসিতে কারো নহি আইসে মুখে।। ২৬৭
শচীর চরণ ধুলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন।। ২৬৮
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে। ২৬৯
না কেবল শচী গৃহে সর্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহন না যায়।। ২৭০
কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি লোকে হরি হরি ধ্বনি করে।। ২৭১
জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন কেহো মর্ম নাহি জানে।। ২৭২
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা।। ২৭৩
পরম পবিত্র তিথি মুক্তিস্বরূপিণী
যহিঁ অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।। ২৭৪
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।। ২৭৫
সর্বযাত্রা মঙ্গাল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।। ২৭৬
এতেক এ দুই তিথি করলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন।। ২৭৭
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র।। ২৭৮
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে।। ২৭৯
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গো অবতরে।। ২৮০
আদিখণ্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যদি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর।। ২৮১
এ সব লীলার কভো নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।। ২৮২
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলান তারা লেখি।। ২৮৩
ভক্ত সঙ্গো গৌরচন্দ্র পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।। ২৮৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।। ২৮৫
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র-
জন্মবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায় ঃ ২

তৃতীয় অধ্যায়

নামকরণ ও চাপল্যবিলাসাদিবর্ণন।

জয় জয় কমল নয়ান গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ।। ১
হেন শুভদৃষ্টি প্রভু করহ আমায়।
অহর্নিশ চিত্ত যেন বসয়ে তোমায়।। ২
হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
শচী গৃহে দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ।। ৩
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ।। ৪
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম।। ৫
যত আপ্তবর্গ আগে সর্ব পরিকরে।
অহর্নিশ সভে থাকি বালক আবরে।। ৬
বিষ্ণুরক্ষা কেহো কেহো দেবীরক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পঢ়ি ঘর কেহো চারিদিক বেঢ়ে।। ৭
তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ।। ৮
পরম সংকেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন।। ৯
সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ
কৌতুক করয়ে সে রসিক দেবগণ।। ১০
কোনো দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ত্বায়ে।
দেখি সভে বোলে এই চোরা যায়ে।। ১১
নরসিংহ নরসিংহ কেহো করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি।। ১২
নানা মন্ত্রে দশদিগ কেহো বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী ঘরে ।। ১৩
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সভে বোলে এই জাতহারিণী পলায়।। ১৪
সভে বোলে ধর ধর এই চোরা যায়।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহো ডাকয়ে সদায়।। ১৫
কোনো ওঝা বোলে আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিয়া নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল।। ১৬
সেইখানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে।। ১৭
বালক উত্থান পর্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন।। ১৮
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তরে গেলা ষষ্ঠী স্থান। ১৯
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নার গণ।। ২০
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান।
সভারে দিলেন আনি করিয়া সম্মান।। ২১
বালকেরে আশিসিয়া সর্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ।। ২২
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়।। ২৩
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন। ২৪
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।। ২৫
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে।। ২৬
জানিঞা প্রভুর চিত্ত সর্বজন মেলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি।। ২৭
আনন্দে করয়ে সভে হরি সংকীর্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন।। ২৮

এইমতে প্রভু বৈসে জগন্নাথ ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে।। ২৯
যে সময় যখন না থাকে কেহো ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিচারে।। ৩০
বিচারিয়ে সকল ফেলায় চারিভিতে
সর্ব ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে।। ৩১
জননী আইসে হেন জানিঞা আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে। ৩২
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে সর্বদ্রব্য গড়াগড়ি যায়।। ৩৩
কে ফেলিল সর্বগৃহে ধান্য চালু মুদ্গ।
ভাতের সহিত দেখে ভাঙা দধি দুগ্ধ।। ৩৪
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহো বুঝিতে না পারে।। ৩৫
সর্ব পরিজন আসি মিলল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহো নাহি আর।। ৩৬
কোহো বোলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে। ৩৭
শিশু লঙ্ঘিবার না হইয়া ক্রোধমনে।
অপচয় করিয়া পলাইল নিজ স্থানে।। ৩৮
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ।। ৩৯
দৈব অপচয় দেখি দুইজন চাহে।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে।। ৪০
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নামকরণের কাল হৈল সম্মুখ।। ৪১
নীলাম্বর চক্রবর্তী আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থান।। ৪২
বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত সভে সিন্দুরভূষণ।। ৪৩
নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক অন্যে বলে আর।। ৪৪
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা নাঞি।
শেষ যে জন্মায়ে তার নাম সে নিমাঞি।। ৪৫
বোলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার।। ৪৬
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে।। ৪৭
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে।। ৪৮
অতএব ইহান শ্রী বিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান।। ৪৯
নিমাঞি যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকি সর্বজন।। ৫০
সর্ব শুভক্ষণ নামকরণ সময়ে।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়য়ে।। ৫১
দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল।। ৫২
ধান্য পুঁথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।
ধরিতে আনিয়া করিলেন উপনীত।। ৫৩
জগন্নাথ বোলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় করহ সত্বর।। ৫৪
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন।। ৫৫
পতিব্রতাগণে জয় দেই চারিভিত।
সভেই বোলেন বড় হইব পণ্ডিত।। ৫৬
কেহ বোলে শিশু হৈব পরম বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব শাস্ত্রের জানিবে অনুভব।। ৫৭
যে দিগে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর।। ৫৮
যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে। ৫৯
প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসংকীর্তন।। ৬০

শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল নারী হরিধ্বনি করে।। ৬১
নিরবধি সভার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান। ৬২
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ নহে।
বেদশাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে।। ৬৩
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্তন।
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।। ৬৪
জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর।। ৬৫
পরম নির্ভয়ে সর্ব অঙ্গানে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাই ধরে। ৬৬
এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়।। ৬৭
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেঢ়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া।। ৬৮
আথেব্যথে সভে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে।। ৬৯
গরুড় গরুড় করি ডাকে সর্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন।। ৭০
প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন।
পুন ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন।। ৭১
ধরিয়া আনিয়া সভে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও করি নারীগণ বোলে।। ৭২
কেহো রক্ষা বান্ধে কেহো পঢ়ে স্বস্তিবাণী।
কেহো বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে দেয় আনি।। ৭৩
কেহো বোলে বালকের পুনর্জন্ম হৈল।
কেহো বোলে জাতিসর্প তো না লঙ্ঘিল।। ৭৪
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সভারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায় সভে আনেন ধরিয়া।। ৭৫
ভক্তি করি যে এ সব বেদ গোপ্য শুনে।
সংসার ভুজঙ্গা তারে না করে লঙ্ঘনে।। ৭৬
এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গানে ভ্রমণ।। ৭৭
জিনিয়া কন্দর্প কোটি সর্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ।। ৭৮
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ।। ৭৯
আজনুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর।। ৮০
সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর।। ৮১
বালক স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়।। ৮২
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত।। ৮৩
কানাকানি করে দোঁহে নির্জনে বসিয়া।
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া।। ৮৪
হেন বুঝি সংসার দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমায় ঘরে হেন গুণবন্ত।। ৮৫
এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি।। ৮৬
তাবত ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবত না শুনে। ৮৭
ঊষঃকাল হইতে যতেক নারীগণ।
বালক বেঢ়িয়া সভে করে সংকীর্তন।। ৮৮
হরি বলি নারীগণে দেই করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী।। ৮৯
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীয় কোলের উপর।। ৯০
হেন অঙ্গাভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ।। ৯১
হেনমতে শিশুভাবে হরিসংকীর্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোন জন।। ৯২

নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে।। ৯৩
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায়।। ৯৪
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জনে না চিনে সেই দেই ততক্ষণ।। ৯৫
সভেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে।। ৯৬
যে সকল স্ত্রীগণ গায়েন হরিনাম।
তা সভারে আনি সব করেন প্রদান।। ৯৭
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্বজন।
হাতে তালি দিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ। ৯৮
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।। ৯৯
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনি চুঁরি করে।। ১০০
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাণ্ডি ভাঙে যার ঘরে কিছুই না পায়।। ১০১
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়।। ১০২
দৈবযোগে কেহ যদি পারে ধরিবারে।
তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে।। ১০৩
এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার।। ১০৪
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহো সভে করেন পিরীত।। ১০৫
নিজ পুত্র হইতেও সভে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্ব চিত্তবৃত্তি হরে।। ১০৬
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়।। ১০৭
একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে।। ১০৮
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলংকার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার।। ১০৯
বাপ বাপ বলি এক চোরে লৈল কোলে।
এতক্ষণ কোথা ছিলে আর চোরে বলে।। ১১০
ঝাটি ঘরে আইস বাপ বোলে দুই চোরে।
হাসি বোলে প্রভু চল চল যাই ঘরে।। ১১১
আথেব্যথে কোলে করি দুই চোর ধায়।
লোকে বলে যার শিশু সেই লই যায়।। ১১২
অর্বুদ অর্বুদ লোক কেবা কারে চেনে।
মহাতুষ্ট চোর অলংকার দরশনে।। ১১৩
কেহো মনে ভাবে মুঞি নিমু তার বালা।
এইমতে দুই চোরে খায় মনকলা।। ১১৪
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্মস্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে।। ১১৫
একজন প্রভুরে সন্দেশ দেই করে।
আর জন বোলে এই আইলাঙ ঘরে।। ১১৬
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়। ১১৭
কেহো কেহো বোলে আইস আইস বিশ্বম্ভর।
কেহো ডাকে নিমাঞি করিয়া উচ্চস্বর।। ১১৮
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজনে।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন।। ১১৯
সভে সর্বভাবে গেলা গোবিন্দ শরণ।
প্রভু লৈয়া যায় চোর আপন ভবন।। ১২০
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ ঘর আইল নিজ ঘর জ্ঞানে।। ১২১
চোর দেখে আইলাঙ নিজ মর্মস্থানে।
অলংকার হরিতে হৈলা সাবধানে।। ১২২
চোর বলে নাম বাপ আইলাঙ ঘর।
প্রভু বলে হয় হয় নামাও সত্বর।। ১২৩
সেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সভে মাথে দিয়া হাথ।। ১২৪

মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘরজ্ঞানে।। ১২৫
নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বোলে।। ১২৬
সভার হৈ অনির্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হৈল যেন সঙ্গ।। ১২৭
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে।। ১২৮
গণ্ডগোলে কে কাহার অবধান করে।
চারিদিকে চাহি চোর পলাইল ডরে।। ১২৯
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেলকি বা দিলা কোন জনে।। ১৩০
চণ্ডী রাখিলেন আজি বোলে দুই চোরে।
সুস্থ হই দুই চোর কোলাকুলি করে।। ১৩১
পরমার্থে দুই চোর মহা ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান।। ১৩২
এথা সর্বগণে মনে করেন বিচার।
কে আলি দেখ বস্ত্র শিরে বান্ধি ভার।। ১৩৩
কেহো বোলে দেখিলাঙ লোক দুই জন।
শিশু থুই কোন দিগে করিলা গমন।। ১৩৪
আমি আনিঞাছি কোনো জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সভে পড়িলেন ভোলে।। ১৩৫
সভে জিজ্ঞাসেন বাপ কহত নিমাঞি।
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন ঠাঞি।। ১৩৬
প্রভু বোলে আমি গিয়াছিলাঙ গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে।। ১৩৭
তবে দুই জন আমা কোলে ত করিয়া।
কোন পথে এইখানে থুইল অনিঞা।। ১৩৮
সভে কহে মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু বৃদ্ধ অনাথ আপনি।। ১৩৯
এই মত বিচার করেন সর্বজনে।
বিষ্ণু মায়ামোহে কেহো তত্ত্ব নাহি জানে।। ১৪০
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়।। ১৪১
বেদগোপ্য এ আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য চরণে।। ১৪২
হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে।। ১৪৩
একদিন ডাকি বলে মিশ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর।। ১৪৪
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে।
রুনুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায়ে। ১৪৫
মিশ্র বলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি।
চর্তুদিগে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।। ১৪৬
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর।। ১৪৭
কি অদ্ভুত দুইজনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে।। ১৪৮
পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গৃহের মাঝেতে।। ১৪৯
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ বজ্র পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন।। ১৫০
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল নয়ন।। ১৫১
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর।। ১৫২
মিশ্র বলে শুন বিশ্বরূপের জননি।
ঘৃত পরমান্ন দিয়া বান্ধহ আপনি।। ১৫৩
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান।। ১৫৪
বুঝিলাঙ তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএল শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি।। ১৫৫
এই মতে দুইজনে পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে প্রভু মনে হাসে।। ১৫৬

আরো এককথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ সুত।। ১৫৭
পর সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্যটন।। ১৫৮
ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে করে উপাসন।
গোপাল নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন।। ১৫৯
দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে।। ১৬০
কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম ব্রহ্মণ্যতেজ অতি অনুপাম।। ১৬১
নিরবধি মুখে বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষু ঢুলে।। ১৬২
দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার।। ১৬৩
অতিথি ব্যভার ধর্ম যেন মত হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়।। ১৬৪
আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।। ১৬৫
সুস্থ হই বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তানে তবে মিশ্র জিজ্ঞাসিলা কোথা ঘর।। ১৬৬
বিপ্র বোলে আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপ মাত্র পর্যটন করি।। ১৬৭
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্যটন।। ১৬৮
বিশেষ ত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য।। ১৬৯
বিপ্র বোলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার।। ১৭০
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে।। ১৭১
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণের করিতে নিবেদন। ১৭২
সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন।। ১৭৩
ধান্যমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর। ১৭৪
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।। ১৭৫
ধূলাময় সর্ব অঙ্গ মূর্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর।। ১৭৬
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে।। ১৭৭
হায় হায় কবি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে।। ১৭৮
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরাসুন্দর।। ১৭৯
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে।। ১৮০
বিপ্র বোলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য।
কোন জ্ঞান বালকের মারিয়া কিবা কার্য।। ১৮১
ভালমন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে।। ১৮২
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া দীরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফূরে।। ১৮৩
বিপ্র বোলে মিশ্র দুঃখ না ভাবিও মনে।
যে দিনে যে হৈবে তাহা ঈশ্বর সে জানে।। ১৮৪
ফল মূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার।। ১৮৫
মিশ্র বোলে মোরে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
আরবার পাক কর করি দেঙ স্থান।। ১৮৬
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুন পাক কর তবে সন্তোষ আমার।। ১৮৭
বলিতে লাগিলা তবে ইষ্টবন্ধুগণ।
আমা সভা চাই তবে করহ রন্ধন।। ১৮৮
বিপ্র বোলে যেই ইচ্ছা তোমা সভাকার।
করিব রন্ধন সর্বথায় পুনর্বার।। ১৮৯

হরিষ হইয়া সভে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সভে ততক্ষণে।। ১৯০
রন্ধনের সজ্জ আনি দিলেন তুরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে।। ১৯১
সভেই বোলেন শিশু পরম চঞ্চল।
আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল।। ১৯২
রন্ধন ভোজনে বিপ্র করেন যাবত।
আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবত।। ১৯৩
তবে শচী দেবী পুত্র কোলে ত করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া।। ১৯৪
সব নারীগণ বোলে কেমনে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই।। ১৯৫
হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে।। ১৯৬
সভেই বোলেন অয়ে নিমাঞি ঢাঙ্গাতি।
কি করিবে এবে যে তোমার গেল জাতি।। ১৯৭
কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাইল জাতি রাখিব কেমনে।। ১৯৮
হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্বকাল।। ১৯৯
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়ে।
এত বলি হাসিয়া সভারে প্রভু চাহে।। ২০০
ছলে নিজ তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহো হেন মায়া তান।। ২০১
সভেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এডিতে কাহারো নাহি মন।। ২০২
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে।
সেই জন আনন্দসাগর মাঝে ডোলে।। ২০৩
সেই বিপ্র পুনর্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদেন। ২০৪
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর।। ২০৫
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে।। ২০৬
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লই করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে।। ২০৭
হায় হায় করিয়া উঠিলা বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিলা এক বড়।। ২০৮
সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরের লই যায় ধাওয়াইয়া।। ২০৯
মহাভয়ে প্রভূপ লাইয়া এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জগর্জ করে।। ২১০
মিশ্র বোলে আজি দেখ করোঁ তোর কার্য।
তোর মতে পরম অবুধ আমি আর্য।। ২১১
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে।
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু পাছে।। ২১২
সভে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে এড় আজি মারিব উহারে।। ২১৩
সভেই বোলেন মিশ্র তুমি ত উদার।
উহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার।। ২১৪
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে।। ২১৫
মারিলেই কোন্ বা শিখিব হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়।। ২১৬
আথেব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বোলেন বচন।। ২১৭
বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যে দিনে যে হৈব তাহা হইবারে চায়।। ২১৮
আজি কৃষ্ম অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্মকথা কহিল তোমারে।। ২১৯
দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেঁট করিয়া ভাবেন মহা দুখ।। ২২০
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান।
সেই স্থানে আইলেন মহা জ্যোতির্ধাম।। ২২১

সর্ব অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা।। ২২২
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
মূর্তিভেদে জন্মিলা আপনে নিত্যানন্দ।। ২২৩
সব শাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়।। ২২৪
দেখিয়া অপূর্ব মূর্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হই একদৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন। ২২৫
বিপ্র বালে কার পুত্র এই মহাশয়।
সভেই বোলেন এই মিশ্রের তনয়।। ২২৬
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গান।
ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন।। ২২৭
বিপ্রেরে করিল বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার। ২২৮
শুভদিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে রয়।। ২২৯
জগতে শোধিতে সে তোমার পর্যটন।
আত্ম্যানন্দ পূর্ণ হইয়া করহ ভ্রমণ।। ২৩০
ভাগ্যে বড় তুমি হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার। ২৩১
তুমি উপবাস বা করিবা যার ঘরে।
সর্বথা তাহার অমঙ্গাল ফল ধরে।। ২৩২
হরিষ পাইলু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইলুঁ বড় এ সব শ্রবণে।। ২৩৩
বিপ্র বোলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে।। ২৩৪
বনবাসী আমি অন্ন কোথাই বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই।। ২৩৫
কদাচিত কোন দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহো যদি অবিরোধে হয় উপসন্ন।। ২৩৬
যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা দরশনে।
তাহাতেই কোটি কোটি করিলুঁ ভোজনে।। ২৩৭
ফল মূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে।। ২৩৮
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত।। ২৩৯
বিশ্বরূপ বোলেন বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি মহাশয়।। ২৪০
পরদুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাঢ়ায় অনুক্ষণ।। ২৪১
যতেক আপনে যদি নিরালস্য হইয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া।। ২৪২
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে পাই পরানন্দ সুখ।। ২৪৩
বিপ্র বোলে রন্ধন করিলুঁ দুই বার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার।। ২৪৪
তেঞি বুঝলাঙ আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা নাহি কেনে করহ যতন।। ২৪৫
কোটি ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে।। ২৪৬
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করি তথাপিহ সিদ্ধ নয়। ২৪৭
নিশাও প্রহর দেড় দুইও বা ধায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে জুয়ায়।। ২৪৮
অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
এইমত কিছুমাত্র করিব আহার।। ২৪৯
বিশ্বরূপ বোলেন নাহিক কিছু দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সভার সন্তোষ।। ২৫০
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সভে করিতে রন্ধন।। ২৫১
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর।। ২৫২
সন্তোষে সভেই হরি বলিতে লাগিলা।
স্থান উপস্কার সভে করিতে লাগিলা।। ২৫৩

রন্ধনের সামগ্রী আনিলা সেইক্ষণে।
আথেব্যথে স্থান উপস্করি সর্বজনে।। ২৫৪
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্বজন।। ২৫৫
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যে ঘরে।
মিশ্র বসিলেন তার মাঝার দুয়ারে।। ২৫৬
সভেই বোলেন বান্ধ বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পায় আর।। ২৫৭
মিশ্র বোলে ভাল ভাল এই যুক্তি হয়।
বান্ধিয়া দুয়ার সভে বাহিরে আছয়।। ২৫৮
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বোলেন চিন্তা নাঞি।
নিদ্রা গেলা কিছু আর না জানে নিমাঞি।। ২৫৯
এইমতে শিশু রাখিয়াছে সর্বজন।
বিপ্রেরো হইল কথোক্ষণেকে রন্ধন।। ২৬০
অন্ন উপস্কার করি সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি করিতে লাগিলা নিবেদন।। ২৬১
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন।। ২৬২
নিন্দা দেবী সভারেই ঈশ্বর ইচ্ছায়।
মোহিলেন সভেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়। ২৬৩
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন। ২৬৪
বালক দেখিয়া বিপ্র করে হায় হায়।
সভে নিদ্রা যায় কেহো শুনিতে না পায়।। ২৬৫
প্রভু বোলে অরে বিপ্র তুমি ত উদার।
আমা ডাকি আন কি দোষ আমার।। ২৬৬
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান।। ২৬৭
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি।। ২৬৮
সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গধা পদ্ম অষ্টভুজ রূপ।। ২৬৯
এক হস্তে নবনীত আর হাতে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়।। ২৭০
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলংকার।। ২৭১
নবগুঞ্জা বেঢ়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে।। ২৭২
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল।। ২৭৩
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমণিকিরণে তিমির গেল দূর।। ২৭৪
অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে।। ২৭৫
গোপযোগী গাবীগণ চতুর্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তাই দেখে পরতেকে।। ২৭৬
অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখি সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন।। ২৭৭
করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তখন অঙ্গের উপর।। ২৭৮
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইলা জড় না স্ফুরে বচন।। ২৭৯
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহা কুতূহলে।। ২৮০
কম্প স্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন মহানদী বহে।। ২৮১
ক্ষণেক ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন।। ২৮২
দেখিয়া বিপ্রের আর্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিয়া উত্তর।। ২৮৩
প্রভু বোলে শুন শুন অরে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর।। ২৮৪
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে।। ২৮৫

আর জন্মে এইরূপে নন্দগৃহে আমি।
দিখা দিলাঙ তোমারে না স্মর তাহা তুমি।। ২৮৬
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে।। ২৮৭
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে।। ২৮৮
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই মোর অন্ন দেখাইলোঁ এইরূপ।। ২৮৯
এতেক আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্যে মোর না দেখে প্রকাশ।। ২৯০
কহিলাঙ তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিব সর্বথা।। ২৯১
যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিব সংহার।। ২৯২
সংকীর্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইনু সর্বদেশে কীর্তন প্রচার।। ২৯৩
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি যোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু প্রতি ঘরে ঘরে।। ২৯৪
কথোদিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা।। ২৯৫
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজঘর।। ২৯৬
পূর্বমত শুতিয়া থাকিলা শিশু ভাবে।
যোগনিদ্রা প্রভাবে কেহো নাহি জাগে।। ২৯৭
অপূর্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হইল সকল কলেবর।। ২৯৮
সর্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন।। ২৯৯
নাচে গায়ে হাসে বিপ্র করয়ে হুংকার।
জয় বালগোপাল বলয়ে বার বার।। ৩০০
বিপ্রের হুংকারে সভে পাইলা চেতন।
আপন্য সংবরি বিপ্র কৈলা আচমন।। ৩০১
নির্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর।
দেখি সভে সন্তোষ হইলা বহুতর।। ৩০২
সভারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
ঈশ্বর চিনিঞা সভে পাউক মোচন।। ৩০৩
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্রঘরে।। ৩০৪
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু জ্ঞান।
কথা কহি সভেই পাউক পরিত্রাণ।। ৩০৫
প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে।। ৩০৬
চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর সমীপে।। ৩০৭
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরেরে আসিয়া দেখেন প্রতিদিনে।। ৩০৮
বেদ গোপ্য এ সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্বথা। ৩০৯
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণ।
যাহে শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ।। ৩১০
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার।। ২২
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।। ২৩
অসম্ভব্য শুনিয়া জননী করে খেদ।
হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ।। ২৪
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সভে বোলে দিব বাপ সংবর ক্রন্দন।। ২৫
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুই জন।
জগন্নাথ মিশ্র সনে অভেদ জীবন।। ২৬
শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর।। ২৭
দুই বিপ্র বোলে মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমন বুদ্ধি কভো নাহি শুনি।। ২৮

কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর।। ২৯
বুঝলাঙ এ শিশু পরম রূপবান।
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান।। ৩০
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।। ৩১
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার।। ৩২
দুই বিপ্র বোলে বাপ খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের সাৎ হইল আমার।। ৩৩
কৃষ্ণ কৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়।
(যারে কৃপা হয় তানে সেই সে জানয়।।) ৩৪
ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে শুনি।। ৩৫
হেন প্রভু বিপ্রশিশু রূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্ম জন্মের কিঙ্করে।। ৩৬
সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সভার।। ৩৭
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়।। ৩৮
হরি হরি হরিষে বোলায় সর্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্তনে।। ৩৯
কথো ফেলে ভূমেতে কথো বা কারো গায়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়।। ৪০
যে প্রভুর সর্ববেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গানে।। ৪১
ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর।। ৪২
সভার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন্ জনে।। ৪৩
অন্য শিশু দেখিলে করায় কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে বাজয়ে কোন্দল।। ৪৪
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভুবলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে।। ৪৫
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন প্রণালীর বিন্দু শোভে মনোহর।। ৪৬
পড়িয়া শুনিঞা সর্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে।। ৪৭
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি।। ৪৮
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে।। ৪৯
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তহি আসি।। ৫০
দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইব তোমা সনে।। ৮১
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম কভু নহে ভাল।। ৮২
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভা কোলে করিয়া কহেন প্রিয় বাণী।। ৮৩
নিমাই আইলে আজি এড়িমু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া।। ৮৪
শচীর চরণধূলি লই সভে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে।। ৮৫
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে।। ৮৬
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জে গর্জে সদম্ভ বচনে।। ৮৭
নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সভারে।
ভালমতে গঙ্গাস্নান না দেয় করিবারে।। ৮৮
এই ঝাট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।
সভে রাখিলেহ কেহো রাখিতে না পারে।। ৮৯

ক্রোধ করি যখন চলিয়া মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্বভূতের ঈশ্বর।। ৯০
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ববালকের মধ্যে অতি মনোহর।। ৯১
কুমারিকা সভে বোলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইসেন পলাহ সত্বর। ৯২
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পালাইলা ব্রাহ্মণ কুমারী সব ডরে।। ৯৩
সভারে শিখায়ে মিশ্র স্থানে কহিবারে।
স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার। ৯৪
এই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমারাও আছি এই তাহার লাগিয়া।। ৯৫
শিখাইয়া প্রভু আর পথে গেলা ঘর।
গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলিয়া মিশ্রবর। ৯৬
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়ে।। ৯৭
মিশ্র জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বম্ভর কতি গেলা।
শিশুগণ বোলে আজি স্নানে না আইলা। ৯৮
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিঞা।
সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া।। ৯৯
চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
তর্জ গর্জ করে বড় লাগ না পাইয়া।। ১০০
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলায়ে আসিয়া।। ১০১
ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি কিছু বোল পাছে তারে। ১০২
আরবার যদি আসি চপলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচর। ১০৩
কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে। ১০৪
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে থাকে।
কি করিবে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ রোগ শোকে।। ১০৫
তুমি যে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন।। ১০৬
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তভু তারে থুইবাঙ হৃদয় উপরে।। ১০৭
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এই সব জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ।। ১০৮
অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহো না পারে বুঝিতে।। ১০৯
মিশ্র বোলে সেহো পুত্র তোমার সভার।
যদি অপরাধ লহ শপথ আমার।। ১১০
তা সভার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে চলিলেন মিশ্র হই কুতূহলী।। ১১১
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেথে মোহন পুঁথি যেন শশধর।। ১১২
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর সঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে।। ১১৩
জননি বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে যাঙ সিনান করিতে।। ১১৪
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত।। ১১৫
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে মনে গণে।
বালিকারা কি বলিল কিবা বিপ্রগণে।। ১১৬
লিখন কালীর বিন্দু আছে সর্ব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁথি সঙ্গে।। ১১৭
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলে উঠিলেন বিশ্বম্ভর।। ১১৮
সেই আলিঙ্গণে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্রদরশনে।। ১১৯
মিশ্র দেখে সর্ব অঙ্গ ধুলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত।। ১২০
মিশ্র বোলে বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেনে স্নান করিবার।। ১২১

বিষ্ণু পূজা সজ্জ কেনে কর অপহার।
বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার।। ১২২
প্রভু বোলে আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সকল শিশু গেল আগুয়ানে।। ১২৩
এ সকল লোকের তারা করে অব্যভাব।
না গেলে সভে দোষ কহেন আমার।। ১২৪
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সভার অব্যভার।। ১২৫
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা স্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে।। ১২৬
বিশ্বম্ভর দেখি সভে আলিঙ্গান করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরি।। ১২৭
সভেই প্রশংসে ভাল নিমাঞি চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রভুর।। ১২৮
জলকেলি করে প্রভু সব শিশু সনে।
এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে।। ১২৯
যে যে কহিলেন কথা সেহো মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে।। ১৩০
সেইমতে অঙ্গো ধূলা সেইমত বেশ।
সেই পুথি সেই বস্ত্র সেইমত কেশ।। ১৩১
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়া রূপে কৃষ্ম বা জন্মিলা মোর ঘর।। ১৩২
কোন্ মহা পুরুষ বা কিছুই না জানি।
হেনমতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি।। ১৩৩
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহ পূর্ণ হৈল দোঁহে কিছু নাহি আর।। ১৩৪
যেই দুই প্রহর প্রভু যায় পঢ়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে।। ১৩৫
কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কহে।
ততো এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়ে।। ১৩৬
শচী জগন্নাথ পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ পুত্ররূপে যাঁর।। ১৩৭
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়ায়।। ১৩৮
শ্রীকৃষ্মচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।। ১৩৯
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শৈশবক্রীড়া বর্ণনাং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।। ৪।।